দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 0 3 MAR 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

# শিক্ষা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকবে কিনা নিশ্চিত করা প্রয়োজন

## অন্বেষণ আয়োজিত জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে প্রফেসর মুজাফফর

**স্টাফ রিপোর্টার ঃ** বেসরকারী গবেষণা সংস্থা উন্নয়ন অন্বেষণ আয়োজিত প্রথম জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে প্রফেসর ড. মুজাফফর আহমেদ বলেছেন, শিক্ষার অব্যবস্থাপনার জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। শিক্ষা ব্যবস্থা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নাকি জনগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে থাকবে তা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। তিনি শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেছেন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার অধিকার ছাড়াও টারশিয়ারী শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় অধিকারকে গুরুত্ব দিতে হবে। গতকাল (রোববার) রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। দু'দিনব্যাপী এ সম্মেলন আজ সোমবার শেষ হচ্ছে। গতকাল প্রথম দিনে 'শিক্ষা সংস্কারের ধারা ঃ অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যৎ' বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। প্রবন্ধ উপস্থাপকদের মধ্যে ছিলেন, অধ্যাপক ড. মুজাফফর আহমেদ, ড. সাজ্জাদ জহির, ফরিদা আক্তার, সলিমুল্লাহ খান, মানস চৌধুরী, সাঈদ ফেরদৌস, অরুপ রাহী, পাভেল পার্থ, নাসরীন খন্দকার ও মাসরুর হোসেন। এছাড়াও শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, গবেষক ও শিক্ষা কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবির, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পিয়াস করিম, অধ্যাপক ফরহাদ মজহার সম্মেলনের তিনটি পর্বে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন উন্নয়ন অন্বেষণের চেয়ারম্যান রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর। ড. মোজাফফর বলেন, শিক্ষাতে অনুদান দেয়া হবে কিনা এবং যদিও দেয়া হয় তাহলে তার যেন কার্যকারিতা বাড়ে। শিক্ষকদের নিজস্ব জ্ঞান চর্চা বৃদ্ধি করতে হবে। আমাদের শিক্ষা প্রক্রিয়া আরও গতিশীল করার জন্য, তাদের শিক্ষাদানের কৌশলের উন্নয়ন সাধন করতে হবে। তাই শিক্ষাকে আমাদের গ্রহণযোগ্য শিক্ষা হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াও পারিবারিক শিক্ষার উপরও গুরুত্ব দিতে হবে। ফরিদা আক্তার তার প্রবন্ধে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বইভিত্তিক জ্ঞান ও পরিবেশ ভিত্তিক জ্ঞানের কথা বলেছেন। শহরের শিশুদের তুলনায় গ্রামের শিশুদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্র অনেক বিকৃত বলে তিনি উল্লেখ করেন। সলিমুল্লাহ খান তার প্রবন্ধে শিক্ষা মাধ্যমকে বেশী জোর দিয়েছেন। তার মতে, বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষা ক্ষুদ্র শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। ইংরেজী মাধ্যমে অধ্যয়নরত শিশুদের অভিভাবকদের বাংলা ভাষার প্রতি আনুগত্য নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। শিশুদের যদি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষায় বিকশিত করা না হয় তাহলে তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন করা হবে। যা তাদের নীরবে হত্যা করার শামিল।

শিক্ষা কোন ভাষার মাধ্যমে হবে তা শিক্ষার উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করবে। বাংলাদেশে শিক্ষার গণতান্ত্রিক আন্দোলন শেষ হয়নি। তিনি এটারও উল্লেখ করেন, ইংরেজী ছাড়া অন্যান্য আন্তর্জাতিক ভাষাও শেখা উচিত। কিন্তু তার জন্য প্রথমে প্রয়োজন বাংলা ভাষায় দক্ষতা। সাঈদ ফেরদৌস তার প্রবন্ধে কিভাবে উপজাতিরা বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের ফলে বাঙালী আধিপত্যের শিকার হচ্ছেন তা তুলে ধরেন। তিনি উপজাতিদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা চিহ্নিত করেন।

সম্মেলনের আজ শেষ দিনের তিনটি পর্ব সভাপতিত্ব করবেন প্রফেসর আনু মুহাম্মদ, প্রফেসর অজয় রায়, উন্নয়ন অন্বেষণের চেয়ারম্যান রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর। প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন প্রফেসর শহীদুল ইসলাম, রবিউল ইসলাম, গাজী মাহবুবুল আলম, মির্জা মোহাম্মদ শাহজামাল, মালিহা শাহজাহান, শামীমা তাসমীন, কাওসার বিন খালেদ, রেজাউল করিম চৌধুরী, কেএম এনামুল হক, জাকির হোসেন, মাসুদা হোসেন শেফালী, মেজবাহ কামাল, সঞ্জিব